মনীষীদের দৃষ্টিতে কথামৃত

ধর্মসাহিত্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের স্থান অতিবিশিষ্ট। ১৯৮২ সালে কথামৃতের দিনলিপি রচনা আরম্ভের শতবর্ষ

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

সাধারণ সম্পাদিকা, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

উৎসব শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই গ্রন্থটির বিক্রয় প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। সেই বছর থেকেই কথামৃতের কপিরাইটের মেয়াদ শেষ হয়। প্রকাশনার ক্ষেত্রে কথামৃতের বিক্রয়ে রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করে। গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে কথামৃত নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। দেশ, জাতি, ধর্ম, ভাষার গণ্ডি ভেঙে এখন সারা পৃথিবীতে কথামৃত ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার নিজের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, ''কালে ঘরে-ঘরে এর পুজো হবে।'' তার প্রমাণ আমরা আজ দেখছি। আজ ঘরে-ঘরে তাঁর ছবি, ঘরে-ঘরে তাঁর কথামৃত।

কথামৃত কতখানি সার্থক ও তথ্যনিষ্ঠ তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য আমরা স্বয়ং শ্রীশ্রীমার কাছে পাই। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 'শক্তি', শ্রীরামকৃষ্ণেরই অপর রূপ। কথামৃতকার 'শ্রীম'কে আশীর্বাদ জানিয়ে শ্রীশ্রীমা লিখেছিলেন, ''এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে।... একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল যে তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।''

শ্রীমা আরও বলেছিলেন, ''কোন্ অবতারের ছবি আছে, বা কথাবার্তা এই রকম করে লেখা আছে?'' কখনও কোনও ভক্তকে বলেছেন, ''ঠাকুরের 'কথামৃত' পড়ো, তাতেই সব উপদেশ পাবে।'' আবার বলেছেন, ''কত কত কথা মাস্টার মশায়ের লেখা 'কথামৃতে' বেরিয়ে গেছে।... যা বেরিয়েছে, সব অমূল্য ধন।''

স্বামীজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পেয়ে অপূর্ব ভাষায় তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন :

লিখেছেন, ''Thanks! 100000 Master! You have hit Ramkristo in the right point. Few, alas, few understand him!!

"My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find anybody thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter." স্বামীজী আরও লিখেছেন, ''It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing... I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. ...Our Teacher and Lord was so original... I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you–this great work. He is with you evidently.

"P.S. Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden...''[উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত কথামৃতের প্রথমে উদ্ধৃত।]

কথামৃত সম্পর্কে অন্যান্য পার্ষদ মহারাজদের উক্তিও কিছু কিছু পাওয়া যায়। স্বামী প্রেমানন্দজী লিখেছেন, ''কথামৃত পড়ে হাজার হাজার লোকে প্রাণ পাচ্ছে। সহস্র সহস্র ভক্ত আনন্দ উপলব্ধি করেছে। কত শত লোক সংসারের তাপ থেকে শান্তি পাচ্ছে।"

পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কথামৃত পাঠ করে শ্রীমকে লিখেছিলেন, ''অমূল্য প্রজ্ঞায় পূর্ণ এই শ্রেষ্ঠ অবতারের বাণীবাহী মূল্যবান পৃষ্ঠাগুলি প্রকাশ করে আপনি সমগ্র মানবজাতিকে ঋণী করে গেছেন। আমি শ্রীগুরু মহারাজের সেই জীবন্ত ও বিশদ বর্ণনা পড়লাম। অতুলনীয়! চিত্রটি এত স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত যে একেবারে জীবন্ত মনে হয়।"

স্বামী অভেদানন্দজী লিখেছেন—''এই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মহান পরিত্রাতাগণের একজনের মুখের কথা হুবহু লিখে নিয়েছেন তাঁর এক শিষ্য।... পাশ্চাত্য জগতের সামনে গ্রন্থটি উপস্থিত করার কালে এই আন্তরিক আশা পোষণ করি, শ্রীরামকৃষ্ণের সুমহান শিক্ষা সত্যসন্ধানীদের সামনে অধ্যাত্মপথের নতুন দিগ্‌দর্শক হয়ে উঠবে এবং অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য সংগ্রামশীল মানবপ্রাণের কাছে শান্তি ও মুক্তির আশ্বাস বহন করবে।"

বিখ্যাত সাহিত্যিক রোম্যাঁ রোলাঁ বলেছেন, ''কথামৃত মূল্যবান, কারণ এটি শ্রীম-র দ্বারা নথিবদ্ধ, তাঁর গুরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বিশ্বস্ত বর্ণনা। এর অভ্রান্ততা প্রায় স্টেনোগ্রাফিক। কথোপকথন সম্বলিত বইটি প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থান ও পরিবেশের স্মৃতি জাগিয়ে দেয়।"

মনীষী অলডাস হাক্সলি বলেছেন, ''সন্তজীবনী-সাহিত্যে আমি কখনও দেখিনি যে, একজন সাধুর দৈনন্দিন জীবনযাপনের এত সূক্ষ্ম বিবরণ রেকর্ড করা হয়েছে—যা আমাদের মহাসম্পদ।"

হেনরি জিমার কথামৃতকে 'একটি সম্মোহক কথাচিত্র' বলে বর্ণনা করেছিলেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপক টমাস মান কথামৃত পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী বিশাল ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হয়ে বলেছেন, কথামৃত পাঠ এক সমৃদ্ধিদায়ী অভিজ্ঞতা। এঁরা কেউই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বা ভক্ত ছিলেন না। তবুও কথামৃতের অনুবাদ পড়ে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আর্নল্ড টয়েনবি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে বারোটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। কথামৃতে ঠাকুরের বাণী পড়ে মুগ্ধ টয়েনবি লিখেছেন, "It is already becoming clear that a chapter

which had a Western beginning will have to have an Indian ending if it is not to end in self-destruction." অর্থাৎ সভ্যতার শুরু পশ্চিমে হলেও তার সমাপ্তি বা পরিণতি হতে হবে ভারতের দর্শনে। কারণ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শক্তিকে যদি প্রাচ্য আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত না করা যায়, তবে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ক্রিস্টোফার ইশারউডের উপলব্ধি : কথামৃতের যে-কাহিনী তা নিত্যকালের। এ আখ্যায়িকায় অতীত নেই, ভবিষ্যতও নেই। বর্তমানই এর কাল। আমরা অধিকাংশ মানুষ অতীত ও ভবিষ্যতের ভাবনাতেই মগ্ন থাকি। হয়, যা ঘটে গেছে তার জন্য দুঃখবোধ করি, নয়ত আগামী দিনের প্রত্যাশা নিয়ে সুখস্বপ্ন দেখি। শ্রীম তাঁর কথামৃতে এমন এক সত্তার কথা বলেছেন, যিনি নিত্যভাবে বর্তমানের মধ্যে বিরাজ করছেন। বাস্তবিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অতীত বা ভবিষ্যৎ থাকে না। তিনি ছিলেন বা থাকবেন তা নয়, তিনি সর্বক্ষণই আছেন। রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাবার অর্থ হলো—সেই বর্তমানের মধ্যেই থাকা।

এক জার্মান ইংরেজিতে কথামৃত পড়ে তৃপ্ত হননি; বাংলা শিখে কথামৃত পড়েছেন। তিনি বলেছেন : এটি অবতারের মুখের কথা এটি বদলালে চলবে না।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক নিমাইসাধন বসু বলেছেন, ''দেশে-বিদেশে আজ পর্যন্ত যত জীবনীসাহিত্য রচিত হয়েছে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।... রামকৃষ্ণের শিক্ষা ও উপদেশ, অনিন্দ্যসুন্দর মুক্তার মতো গল্পগুলি—শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিভ্রান্ত মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছিল ও প্রকৃত সত্যের পথনির্দেশ করেছিল।... তাঁর মনের কাঁচে ভক্তির কালি মাখানো ছিল বলেই রামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও বাণী এভাবে ফুটে উঠেছিল।... বোধহয় প্রথম দিনেই মহেন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত বিশেষ প্রতিভা শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে ধরা পড়েছিল। তাই সস্নেহে তিনি কোথায় থাকেন, কি করেন, জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন 'আবার এসো।' "

স্বামী আত্মস্থানন্দজী মন্তব্য করেছেন—শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুকদেব যাঁর কথা বলেছেন, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', মাস্টারমশাই বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। সেইজন্য কথামৃতের প্রথমেই তিনি ভাগবতের ''তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্/ শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তু যে ভূরিদাজনাঃ''—এই শ্লোকটি দিয়েছেন। ''কথামৃত মানুষকে কোনও ঐশ্বর্য, কোনও আড়ম্বর না দিয়ে প্রতি পংক্তিতে একটানা ভগবানের কথা বলে গেছে। তাই অতুলনীয় এই ধর্মগ্রন্থ। এই নূতন ব্রহ্মসূত্র , নূতন ভাগবত, নূতন অমৃতগঙ্গা কত সহজ করে বলা,... যে একটু পড়তে পারে সেই বুঝতে পারবে।"

স্বামী স্মরণানন্দজী বলেছেন, ''কথামৃতের পৃষ্ঠাগুলিতে প্রমাণিত হয়ে আছে—ঈশ্বরলাভ, কামকাঞ্চন ত্যাগ—সব দূরকল্পনার বিষয় নয়—কিছু কম শত বৎসর পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁর জীবনে তা বাস্তবায়িত সত্য ছিল।... যদি বলি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বিংশ শতাব্দীর সর্বোত্তম ধর্মগ্রন্থ, তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, অতিরঞ্জনের দোষে অভিযুক্ত হব না।"

নবীন ভাস্কর যতদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মা কালীর প্রতিমা গড়েছিলেন, ততদিন দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন আহার করতেন, কায়মনোবাক্যে সংযত থাকতেন। তাই প্রতিমা এত জীবন্ত হয়েছিল, স্বয়ং অবতারের নরলীলায় দেবী জাগ্রতা হয়েছিলেন। কথামৃতকারও আহারনিদ্রা বিসর্জন দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর উপর দিনের পর দিন ধ্যান করে তবে কথামৃত রচনা করেছেন। তাই গ্রন্থটির প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী, এত সুফলপ্রদ হয়েছে।

কন্নড় ভাষার বিখ্যাত সাধক কবি কুভেম্পু। সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ ও রাষ্ট্রকবি সম্মান দিয়েছেন। প্রথম 'জ্ঞানপীঠ' প্রাপক তিনি। কথামৃত প্রসঙ্গে তাঁর অতি সুন্দর রচনাটির ভাবানুবাদ করার চেষ্টা করছি :

''শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম জগদ্বিখ্যাত করেছিলেন দুই মহাব্যক্তি। একজনের নাম বিখ্যাত—স্বামী বিবেকানন্দ; আর একজনের নাম অজ্ঞাত—মহেন্দ্রনাথ। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ 'গুপ্ত', গুপ্তই থেকে গেলেন। শুধু 'M' নামেই নিজের পরিচিতি দিয়েছিলেন, যেন একটি ফুল পাথরের পিছন থেকে উঁকি মারছে। ঠাকুরের অনেক জীবনী রয়েছে, বহু ভাষায় ঠাকুরের জীবনের অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু কথামৃতের তুলনা নেই, কারণ এখানে ভগবদ্‌বাণী সাক্ষাৎ রূপ নিয়েছে। এ গ্রন্থটি ঠাকুরের বাণীরূপ।

''ঠাকুরের বাণী নষ্ট হওয়ার নয়। কথামৃতকে তুলনা করা যায় মন্দির, তপোবন বা তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গে। আসলে তার স্থান আরও ঊর্ধ্বে। কারণ, মন্দির বা পুণ্যক্ষেত্রেরও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কথামৃতের নাশ হবে না। যে-বাড়িতে কথামৃত আছে সেটি মন্দির; যে-হাতে কথামৃত আছে সে-হাত ভগবানের চরণ স্পর্শ করছে; যে-জিহ্বা কথামৃত পাঠ করছে, সেটি অমৃত পান করছে। কথামৃত আনন্দের, শান্তির সাগর, দিব্যজ্ঞানের ভাণ্ডার।

''দুঃখের দিনে সে আমার বন্ধু—ধৈর্য দেয়; আবার সুখের দিনে সে শেখায় সমর্পণের ভাব; আর ভক্তির সঞ্চার করে। অন্ধকার সময়ে কথামৃত গুরুর মতো উজ্জ্বল দীপ হয়ে আলো দেখায়। কথামৃত অন্ধের যষ্টি, জীবনের ধ্রুবতারা।

''বেদ-বেদান্ত ও সব দর্শনের সার কথামৃতে আছে। শাস্ত্র যাকে 'জীব' বলে উল্লেখ করে অর্থাৎ সামান্য মানুষ—কথামৃত পড়ার পরে যেন কোনওদিন মনে না করে যে সে কোনও পণ্ডিতের চেয়ে নিম্নস্থানে আছে। বিদ্বান তত্ত্বজ্ঞানীর থেকে কোনও অংশে সে ছোট নয়, কারণ কথামৃত পড়ে সে বুঝতে পারবে যে সে ধন্য। সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে বেদ-বেদান্তের সারাংশ।

''কথামৃত-সমুদ্রে যে প্রতিদিন অবগাহন করে সে শান্ত হয়ে যায়, পূর্ণ হয়ে যায়। আকাশের মতো গাম্ভীর্য আর বিশালতা পায় সে। সে হিমালয়ের মতো অটল ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হয়, সিদ্ধ হয়।

''সকলের জন্য এমন সহজ হয়ে, ঐশ্বর্যবিহীন হয়ে ঈশ্বর এর আগে কখনও এই পৃথিবীতে আসেননি। বেদ এইভাবে মানুষের জীবনে এর আগে প্রবেশ করেননি, প্রকাশিত হননি।

''দেশ-বিদেশের অন্য ভাষাগুলিতে কথামৃতের নাম 'Gospel of Sri Ramakrishna'; আর ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। ভারতীয় ভাষাগুলিতে 'বচনবেদ' কিংবা বচনামৃত বলা হয়। কেননা তাঁর কথা বেদ-উপনিষদের তুল্য। বেদ নিত্য নবীন, জ্ঞানরাশির আকর। বেদ সর্বকালীন, সার্বভৌমিক—আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। চতুর্বেদের অন্তর্নিহিত চরম সত্য এই কথামৃতে পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। কবি, মেধাবী, ভক্ত—সকলে এই কথামৃত-তীর্থে পুণ্যস্নান করতে আসেন, কেউ খালি হাতে ফিরে যান না।''

সত্যই, সবরকম আকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা, অজ্ঞান থেকে যে-বিষ উদ্ভূত হয়েছে তাকে নষ্ট করতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবামৃত। কথামৃত ভগবানের ভাবরূপ, অমৃতবাণীস্বরূপ। এতদিন ধরে হাজার হাজার মানুষকে কথামৃত আশ্রয় দিয়ে এসেছে। যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে, ততদিনই তা মানুষকে পারমার্থিক আশ্রয় দান করবে।